MAR. 1 0 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম

সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি

বেতন না পাওয়ায় ঈদের আনন্দ মাটি মৌলভীবাজার ও উল্লাপাড়ার শিক্ষকদের

বিশাল বাংলা ডেস্ক

যথাসময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং টাকা না আসায় মৌলভীবাজার জেলার ৮০ ভাগ বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা ঈদের আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পাননি। মৌলভীবাজার ও সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার শিক্ষক-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ঈদের আনন্দ মাটি হয়ে যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছে শিক্ষক সমিতি।

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি জানান, ঈদুল আযহার ছুটি শুরুর আগের দিন গত ৫ মার্চ পর্যন্ত জনতা ব্যাংক মৌলভীবাজার আঞ্চলিক শাখায় বেতন-ভাতার টাকা ছাড়ের কোনো আদেশ প্রধান শাখা থেকে পাওয়া যায়নি।

ফলে কমলগঞ্জ উপজেলার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীই তাদের বেতন-ভাতার টাকা উত্তোলন করতে পারেননি। অন্যদিকে বড়লেখা, কুলাউড়া, রাজনগর, মৌলভীবাজার ও শ্রীমঙ্গল উপজেলায় অবস্থিত ৮০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী বেতন-ভাতার টাকা উত্তোলন করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েন। এতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর ঈদ উদযাপিত হয়েছে উৎসববিহীন।

এদিকে ওই ঘটনায় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি মৌলভীবাজার জেলা শাখার পক্ষ থেকে গভীর ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের উদাসীনতা যাতে না হয় সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করারও আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, উল্লাপাড়ার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর পরিবারে ঈদের দিনটি কেটেছে খুব নিরানন্দে। বেতন না পেয়ে বহু পরিবার কোরবানি করতে পারেনি।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে দুসপ্তাহ আগে ছেড়ে দিয়ে ৪ মার্চের মধ্যে বণ্টনের সময়সীমা বেঁধে দিলেও সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের জটিলতায় শেষ পর্যন্ত ঈদের আগে শিক্ষকদের হাতে বেতন পৌঁছেনি।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (নজরুল) সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি এম বেলাল হোসেন এ প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ঈদের আগে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন না পাওয়ার বিষয়টি স্বাধীনতার পর এবারই প্রথম। তিনি এই অমানবিক বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।